যুগান্তর

তারিখ 02 OCT 2013
পৃঃ ৩ কলাম ১

প্রেসনোটের পরেও অনশন

দাবি আদায় নিয়ে সরকার ও শিক্ষকরা মুখোমুখি

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকার ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মুখোমুখি। বিভিন্ন দাবিতে শিক্ষকরা স্কুল বন্ধ করে আন্দোলনে নেমেছেন। বিপরীত দিকে এক প্রেসনোটে আন্দোলন বন্ধ করে স্কুলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। অন্যথায় কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুমকিও দেয়া হয়। কিন্তু এরপরও শিক্ষকরা মঙ্গলবার ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে লাগাতার অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন। প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা ও সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষকের এক ধাপ নীচে বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবিতে তিনটি সংগঠনের ব্যানারে শিক্ষকরা আন্দোলনে নেমেছেন। বিগত দু'সপ্তাহ ধরে তারা কর্মবিরতিসহ নানা কর্মসূচি শেষে মঙ্গলবার স্কুলে মুখোমুখি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

মুখোমুখি : শিক্ষকরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এই তালা ঝুলানোর কর্মসূচিকে সামনে রেখেই সোমবার সরকার প্রেসনোট জারি করে। তাতে সরকার শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ জানায়। অন্যথায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেয়া হয়। প্রেসনোটের পরও শিক্ষকরা মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে বড় ধরনের শোডাউন করেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী কয়েক হাজার শিক্ষক কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে জড়ো হয়ে অনশন শুরু করেন। রাত ৭টায় এ রিপোর্ট লেখাকালেও ওই অনশন চলছিল। কর্মসূচি আহ্বানকারী বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম তোতা যুগান্তরকে বলেন, তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শহীদমিনারে অনশন করবেন তারা। সেই পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে তালা ঝুলবে। তিনি দাবি করেন, কর্মসূচি শুরুর পর থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর শহীদ মিনারে অবস্থান না করার নির্দেশ দিয়ে গেছে। কিন্তু যত কিছুই হোক তারা শহীদমিনারে অবস্থান করবেন বলে জানান তিনি। এর আগে সকাল থেকে অবস্থানকালে শিক্ষক নেতারা দাবি সংক্রান্ত বক্তৃতা করতে থাকেন। এতে সরকারের প্রেসনোট সম্পর্কে বলা হয়, তাদের আন্দোলন কোনো মহলের প্ররোচনায় হচ্ছে না। শিক্ষকদের প্রাণের দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের শেষ সময়ে এসে শিক্ষকরা এই কর্মসূচি পালনে বাধ্য হয়েছেন। কেননা, এর আগে সরকারের বিভিন্ন মহলে দাবির ব্যাপারে জোর দাবি জানানো হয়। বিগত সাড়ে চারবছর ধরে লিখিত ও মৌখিকভাবে দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু কোনো অনুনয়-বিনয় কাজ হয়নি। তারা বলেন, তাদের দাবি অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আটকে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া বিষয়টি সুরাহা হবে না। এই অবস্থায় তারা সরকারের প্রধানের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, সরকারের শেষ সময়ে এসেও প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি প্রক্রিয়াধীন আছে মর্মে সরকার যে প্রেসনোট দিয়েছে তা শিক্ষক সমাজের কাছে সুস্পষ্ট নয়। বরং এতে শিক্ষকরা সম্পূর্ণরূপে আশাহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক বিবৃতিতে সমিতি বলেছে, সরকারের পক্ষে সুস্পষ্ট ঘোষণা পেলেই তারা বিদ্যালয়ে ফিরে যাবেন। তাদের প্রত্যাশা, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সরকারের দায়িত্বশীল কোনো প্রতিনিধি গিয়ে দাবির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা দেবেন। এই ঘোষণা না পাওয়া পর্যন্ত শহীদমিনারে অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে এবং বুধবার থেকে স্কুলে তালা ঝুলবে। অনশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সমিতির সভাপতি আবুল বাসার ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম তোতা। এছাড়া এতে শিক্ষক নেতা মফিজউদ্দিন আজাদ, বদরুল আলম, জাহানারা খানম, জুলফিকার আলী, মজিবুর রহমান, শহীদুল হক চৌধুরী, আবুল কাশেম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এই আন্দোলনে গ্রাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিও যোগ দিয়েছে। তাছাড়া একই ধরনের দাবি নিয়ে পৃথক আন্দোলনে রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। তারা শুক্রবার পর্যন্ত সরকারকে আলটিমেটাম দিয়ে রেখেছে। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে তারাও শনিবার থেকে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেবেন।